শিক্ষার্থী কল্যাণ ও পরামর্শদান কেন্দ্র
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
সাভার, ঢাকা-১৩৪২, বাংলাদেশ

Students Counselling and Guidance Centre
Jahangirnagar University
Savar, Dhaka-1342, Bangladesh

১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবসে
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের শহিদ সদস্যদের প্রতি
বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলী

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন এদেশের অবিসংবাদিত নেতা, ইতিহাসের মহানায়ক। তিনি এদেশের মানুষকে অনেক ভালবাসতেন বলেই বাংলার দরিদ্র, শোষিত ও বঞ্চিত মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে চেয়েছিলেন। জাতির পিতার দূরদর্শী ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বাঙালি জাতি পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙ্গে ছিনিয়ে এনেছিলো আমাদের মহান স্বাধীনতা। ফলে আমরা পেয়েছি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ, পেয়েছি লাল-সবুজে অঙ্কিত জাতীয় পতাকা। সদ্য স্বাধীন যুদ্ধবিদ্ধস্ত দেশে বঙ্গবন্ধু যখন সমগ্র জাতিকে নিয়ে সোনার বাংলাদেশ গড়ার সংগ্রামে নিয়োজিত, তখনই স্বাধীনতাবিরোধী দেশি-বিদেশি চক্র সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতাকে সপিরবারে হত্যা করে।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ঘাতকরা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, বঙ্গবন্ধুর সহধর্মিনী বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব, তিন পুত্র-ক্যাপ্টেন শেখ কামাল, লেফটেন্যান্ট শেখ জামাল ও শিশুপুত্র শেখ রাসেল, পুত্রবধু সুলতানা কামাল ও রোজী জামাল, বঙ্গবন্ধুর সহোদর শেখ আবু নাসের ও ভাগ্নে যুবনেতা শেখ ফজলুল হক মণিসহ পরিবারের ১৮ জন সদস্যকে নির্মমভাবে হত্যা করে।

তাই ১৫ আগস্ট আমাদের জন্য জাতীয় শোক দিবস। জাতীয় শোক দিবস ২০২১ উপলক্ষে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী কল্যাণ ও পরামর্শদান কেন্দ্রের পক্ষ থেকে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট তারিখে নিহত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের শহিদ সদস্যদের প্রতি জানাচ্ছি বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলী।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

অধ্যাপক সৈয়দা ফাহ্‌লিজা বেগম, পিএইচ.ডি
পরিচালক, শিক্ষার্থী কল্যাণ ও পরামর্শদান কেন্দ্র
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা।